بسم الله الرحمن الرحيم

In the name of Allah, Most Gracious, Ever Merciful

Press Desk

Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

২২ মার্চ ২০১৯

মসজিদ হামলার প্রতিক্রিয়ায় নিউজিল্যান্ড সরকার ও জনগণের পদক্ষেপসমূহের প্রশংসা করলেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব নেতা

"আমি দোয়া করি যেন মুসলিম জাতিসমূহ নৈতিকতার এ নমুনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং প্রত্যেকে সকল প্রকার ধর্মভিত্তিক বিদ্বেষ দূর করতে নিজ নিজ ভূমিকা রাখে – হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

গত ২২ মার্চ ২০১৯, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব প্রধান ও পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) গত সপ্তাহে ক্রাইস্টচার্চে সংঘটিত মসজিদ হামলার পরবর্তীতে নিউজিল্যান্ড প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আর্ডার্ন, নিউজিল্যান্ড সরকার ও এর জনগণের প্রতিক্রিয়ার প্রশংসা করেন।

লন্ডনের বায়তুল ফুতূহ মসজিদের তাঁর সাপ্তাহিক জুমু'আর খুৎবার শেষাংশে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) পুনরায় এ হামলা তাঁর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেন।

হতাহতদের জন্য দোয়া করতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"শিশুসহ অনেক নিরীহ মানুষ ধর্মীয় ও জাতিগত হিংসার জন্য শাহাদত বরণ করলো। আল্লাহতা'লা তাদের সকলের উপর রহম করুন এবং শোক সন্তপ্তদের ধৈর্য্য দান করুন।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) এরপর নিউজিল্যান্ড সরকারের তাৎক্ষণিক ও সহানুভূতিপূর্ণ প্রতিক্রিয়ার প্রশংসা করে বলেন যে মুসলিম সরকারসমূহের নিউজিল্যান্ডের নেতৃত্বের আচরণ লক্ষ্য করা উচিত ও তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

Registered Address: 22 Deer Park Road, London, SW19 3TL UK
Tel/Fax: 020 8544 7613 Mob: 077954 90682 Email: press@ahmadiyya.org.uk

Press Secretary AMJ International

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যে অসাধারণ ও উচ্চ নৈতিক পদ্ধতিতে নিউজিল্যান্ড সরকার, এবং বিশেষ করে এর প্রধান মন্ত্রী, এ হামলায় প্রত্যুত্তর প্রদান করেছে তা অনুকরণীয় এবং ভূয়সী প্রশংসার যোগ্য। এটি ছিল সর্বোচ্চ মানের এক প্রতিক্রিয়া এবং আমি দোয়া করি যেন মুসলিম দেশগুলো নৈতিকতার এ অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং সকল প্রকার ধর্মভিত্তিক বিদ্বেষ দূর করতে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে।"

সম্মানিত হুযূর এ বিপর্য়য়ের মুহূর্তে তাদের সমবেদনা ও হৃদয় নিঙড়ানো প্রত্যুত্তরের জন্য নিউজিল্যান্ডের জনগণেরও প্রশংসা করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"(নিউজিল্যান্ডের) জনগণও পূর্ণ সমর্থন প্রদান করেছে। রেডিও ও টেলিভিশন সেন্টারগুলো ঘোষণা করেছে যে মুসলমানদের সাথে একাত্ততা প্রকাশের উদ্দেশ্যে তারা আজ জুমু'আর সময় 'আযান' প্রচার করবে। এমনকি, খ্রিস্টানসহ অনেক অমুসলিম নারী ঘোষণা করেছে যে সমর্থন ও সমবেদনার প্রতীক হিসেবে তারা মাথায় স্কার্ফ বা হিজাব পরিধান করবে। আল্লাহতা'লা তাদের সৎ কর্ম কে কবুল করুন।"

সম্মানিত হুযূর সেই সকল মুসলমানদের ঈমান ও ধৈর্য্যেরও প্রশংসা করেন যারা মসজিদের উপর এ হামলায় তাদের নিকটাত্মীয় বা প্রিয়জনদের হারিয়েছেন।

সম্মানিত হুযূর বিশেষভাবে এক মুসলিম নারীর প্রশংসা করেন যিনি নিজ স্বামী ও পুত্রকে এ হামলায় হারানোর পরও অসাধারণ ধৈর্য্য ও দৃঢ়চিত্ততা প্রদর্শন করেছেন।

তাঁর বক্তব্যের শেষাংশে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) তীব্র ভাষায় ঐ সকল চরমপন্থী মুসলিম গোষ্ঠীগুলোর নিন্দা করেন যারা প্রতিশোধের জন্য আহ্বান করছে।

তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন যে, এমন প্রতিহিংসা কেবল বিদ্বেষ ও শত্রুতার এক দুষ্টচক্রকেই ডেকে আনবে।

মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) দোয়া করেন:

"আল্লাহতা'লা মুসলিম বিশ্ব থেকে এমন চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলোকে নির্মূল করে দিন এবং বিশ্বে ইসলামের প্রকৃত, শান্তিপূর্ণ শিক্ষা বিস্তার লাভ করুক।"